মুস্তফা ﷺ এর মেরাজে শিক্ষণীয় বিষয়

17-January-2026

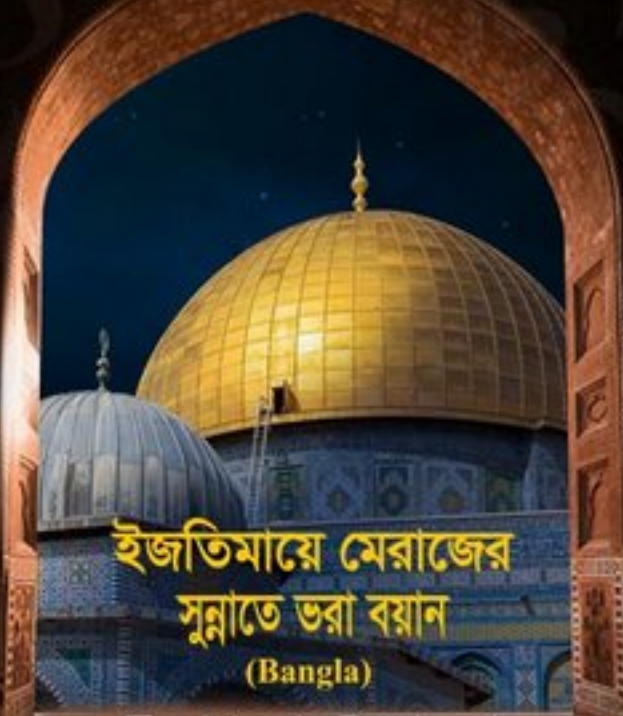

ইজতিমায়ে মেরাজের
সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

মুস্তফা ﷺ এর মেরাজে শিক্ষণীয় বিষয়

ইজতিমায়ে মেরাজের সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 6
মেরাজের ঘটনার সারমর্ম..... 7
মেরাজের সফরে শিক্ষণীয় বিষয়..... 8
(১) ফিতরাতের উপর অটল থাকুন!..... 9
ফিতরাত কাকে বলে?..... 10
প্রত্যেক মানুষ ফিতরাতের উপর জন্ম নেয়..... 11
সমুদ্রে আশা কার উপর ছিল...!!..... 12
ফিতরাতের বিষয়সমূহ..... 13
দাঁড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘৃণা..... 14
(২) মেরাজের সফর ইলমে দ্বীনের সফর..... 15
প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছয় দিকের ঊর্ধ্বে..... 16
কী জ্ঞান দিয়েছেন? কতটুকু দিয়েছেন?..... 16
দ্বীনি ইলমের জন্য সফর করুন!..... 17
কাফেলায় সফর করুন!..... 19
(৩) মেরাজের সফর এবং বন্দেগীর শিক্ষা..... 20
প্রিয় নবীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য..... 21
মুস্তফার শানে আবদিয়্যাত..... 22
বন্দেগীর কয়েকটি আদব..... 23
ক্ষমার একটি কারণ..... 24
(৩) কেবল প্রতিপালকের হয়ে যাও!..... 24

মেরাজের সফরের চমৎকার উপহার..... 26
মাথা থেঁতলে দেওয়ার শাস্তি..... 27
'কাযা নামাযের পদ্ধতি' পুস্তিকার পরিচিতি..... 28
অনুদানের উৎসাহ..... 28
২৭শে রজবের রোযার উৎসাহ..... 31
শাবান মাসের রোযার ফযিলত..... 32

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনে এক হাজার

(১০০০) বার আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ না জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখে নেয়।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৬, হাদীস: ২৫৯০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। আজ শবে মেরাজ আর একটি বর্ণনা মতে দরূদ শরীফের আয়াত অর্থাৎ:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্য বক্তা (নবী) এর প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তাঁর প্রতি দরূদ এবং খুব সালাম প্রেরণ করো।

এই আয়াতটি এই রাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। **(আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা: ৪৩)** অর্থাৎ এই বর্ণনা অনুযায়ী এই প্রিয় আয়াতটি শবে মেরাজের একটি উপহার (Gift)। সুতরাং আজ রাতে বিশেষভাবে এবং সারা জীবন উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله এর অনেক বরকত নসীব হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক ।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ اَلْحَمْدُ لِلّٰه রজব শরীফের ২৭তম রাত। ✯ আজ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান প্রকাশের রাত। ✯ আজ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উচ্চমর্যাদা প্রকাশের রাত। ✯ আজ আম্বিয়ায়ে কেরামের ইমামতির রাত। ✯ আজ মুস্তফার মেরাজের রাত। ✯ বরং এভাবে বলা যায় যে, আজ সেই রাত, যেই রাতে বোরাকের মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমত করার সৌভাগ্য নসীব নসীব হয়েছে। ✯ আজ সেই রাত, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام যাঁরা দিদারে মুস্তফার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন আজ তাঁদের জন্য যিয়ারতে মুস্তফার রাত। ✯ আজ সাত আসমান ✯ সেখানকার ফেরেশতাগণ ✯ জান্নাত এবং জান্নাতের সমস্ত নেয়ামত ✯ সেখানকার হুরগণ ✯ বরং সত্য তো এটাই যে, আরশে

আযমের জন্যও এটি মেরাজের রাত। জ্বি হ্যাঁ! এই সেই আরশে আযম, যার মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম চুম্বন করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ✯ আজকের রাতে মাহবুবে খোদা, ইমামুল আম্বিয়া, মেরাজের দুলহা, দোজাহানের সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরশে আযমে পদার্পণ করে আরশের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজের ঘটনার সারমর্ম

পারা: ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১-এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত।

হে আশিকানে রাসূল! মেরাজ আমাদের আকা ও মাওলা মুহাম্মাদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক মহান ও অনন্য মুজিযা, আমাদের প্রিয় নবী, মাক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা মুকাররমায় হযরত উম্মে হানী رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে আরাম করছিলেন। হঠাৎ ছাদ খুলে গেল, ফেরেশতাদের সরদার হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হলেন। আল্লাহ পাকের বার্তা শোনালেন, মেরাজের সুসংবাদ দিলেন। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বোরাকে চড়লেন, মসজিদে আক্বসায় তাশরীফ আনলেন। সেখানে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর ইমামতি

করলেন। অতঃপর আসমানের দিকে যাত্রা করলেন। সাত আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছালেন। এরপর সিদরাতুল মুনতাহা থেকে লা-মকানে পৌঁছালেন। সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় চর্মচোখে আল্লাহ পাকের দিদার লাভ করলেন। এত হাজারো-লক্ষ কিলোমিটারের এই সফর শেষ করে যখন ফিরে আসলেন, তখনও রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত হয়েছিল। ওলামাগণ বলেন: যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফিরে আসলেন, তাঁর বিছানা তখনো গরম ছিল এবং দরজার শিকলটিও নড়ছিল। **(আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, পৃষ্ঠা: ২৭৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজের সফরে শিক্ষণীয় বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের সফর অনেকগুলো ঘটনার (Incidents) সমষ্টি। এটি কেবল একটি মুজিযা নয়, বরং এর মধ্যে অনেক মুজিযা (Miracles) নিহিত রয়েছে এবং এটিও মনে রাখুন যে, এটি কেবল একটি সফর ছিল না, বরং এটি ছিল জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসও।। যদি আমরা শেখার নিয়তে মেরাজের ঘটনা পড়ি, তবে এর থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর এমন সব শিক্ষা পাওয়া যায়, যা গ্রহণ করলে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই সুন্দর হতে পারে। আসুন, মেরাজের সফরের শিক্ষাগুলো থেকে কয়েকটি শুনি:

(১) ফিতরাতের উপর অটল থাকুন!

মেরাজ শরীফের রেওয়ায়েতগুলোতে রয়েছে: আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা মুকাররমা থেকে মসজিদে আক্বসা পৌঁছালেন। সেখানে তাঁর মহান শান প্রকাশের জন্য সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام জড়ো করা হয়েছিল। অতএব মসজিদে আক্বসায় পৌঁছে হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আযান দিলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام সারিবদ্ধ হলেন, এখন অপেক্ষা করা হচ্ছিল যে, ইমামতির মুসাল্লায় কে আসবেন। আজ এমন কোন সম্মানিত সত্বা রয়েছেন, যিনি আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর ইমামতি করবেন। এমন সময় জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام সামনে অগ্রসর হলেন, وَ اَخَذَ بِيَدِهٖ فَقَدَّمَهٗ তথা তিনি আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত ধরে ইমামতির মুসাল্লার দিকে এগিয়ে দিলেন। **(সুবুলুল হুদা, ৩/৮৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদে আক্বসায় নামায আদায়ের পর আমাদের আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তৃষ্ণা অনুভব করলেন। অতএব তাঁর খেদমতে দুটি পাত্র উপস্থাপন করা হলো: এর মধ্যে (১) একটিতে দুধ (২) অন্যটিতে পবিত্র শরাব ছিল। রহমতের নবী, মাক্কী-মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলেন। এতে হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আপনাকে ফিতরাতের (Nature) দিকে নির্দেশনা দিয়েছেন। لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ যদি আপনি শরাবের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

(বুখারী, কিতাবুল আশরাবাতি, পৃষ্ঠা:১৪১৯, হাদীস: ৫৫৭৬)

سُبْحٰنَ الله! মেরাজের রাতে যেন উম্মতের ভাগ্যের (Destiny) ফয়সালা হচ্ছিল। যদি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র শরাবের পাত্র গ্রহণ করতেন তবে উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহ পাক আমাদের মতো এমন গুনাহগারদেরকে নবী, বরং নবীদেরও নবী, মাক্কী মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত বানিয়েছেন, আমাদের দয়ালু আক্বা, আহমদে মুজতাবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের প্রতি দয়া করলেন এবং দুধের পাত্র গ্রহণ করে উম্মতকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।

হে আশিকানে রাসূল! এটি আমাদের জন্য একটি শিক্ষা। এই উম্মত ফিতরাতের উপর অটল থাকার উম্মত। সুতরাং আমাদের ফিতরাতের উপর অটল থাকতে হবে। এখন এই ফিতরাত কী? ফিতরাতের উপর কিভাবে অটল থাকবে? ফিতরাতের উপর অটল থাকার গুরুত্ব কী? আসুন! শুনি:

ফিতরাত কাকে বলে?

আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ؕ لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ ۙ۬ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

(পারা ২১, সূরা রোম, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহর স্থাপিত বুনিয়াদ, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর বানানো বস্তুকে বিকৃত করোনা, এটাই সোজা ধর্ম, কিন্তু বহু লোক জানে না।

এই আয়াতে ফিতরাত দ্বারা দ্বীন ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। **(সিরাতুল জিনান, পারা ২১, সূরা রূম, ৩০নং আয়াতের পাদটীকা, ৭/৪৪৩)** অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, হে মানুষ! ফিতরাত (অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম) এর অনুসরণ করো। নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষকে এই ফিতরাতের উপরই সৃষ্টি করা হয়েছে। এবার এরপর যারা এই ফিতরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কোন দিকে যায় তবে সে শয়তানের ফাঁদে ফেঁসে যায়।

(তাফসীরে নাসাফী, পারা: ২১, সূরা রূম, ৩০নং আয়াতের পাদটীকা, ২/৬৯৯)

প্রত্যেক মানুষ ফিতরাতের উপর জন্ম নেয়

হাদীস শরীফে রয়েছে: مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ، اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ অর্থাৎ প্রত্যেকটি সন্তান ফিতরাতের উপরই জন্মগ্রহণ করে, এরপর তার পিতামাতাই তাকে ইহুদি বা খ্রিষ্টান বানিয়ে দেয়।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, পৃষ্ঠা: ৩৮০ হাদীস: ১৩৫৮)

বিখ্যাত মুফাসসির মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ফিতরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মূল ও জন্মগত অবস্থা। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ ঈমান ও ইসলামের উপর জন্ম নেয়, এরপর বড় হওয়ার পর যা নিজের পিতামাতা এবং সঙ্গীদের দেখে তেমন হয়ে যায়।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/১০০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কুরআনী আয়াত এবং হাদীসে নববী দ্বারা জানা গেলো; আমরা হলাম সৃষ্টি এবং আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের সৃষ্টিকারী দয়ালু আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টিই এভাবে করেছেন যে, দ্বীন, ঈমান, একত্ববাদ, এই সব কিছু আমাদের ফিতরাতে রেখেছেন।

সমুদ্রে আশা কার উপর ছিল...!!

আহলে বাইতের প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট একবার এক নাস্তিক (Atheist অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিস্থকে অস্বীকারকারী) আসলো। ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি কখনো সমুদ্রে সফর করেছ? সে বলল: জ্বি হ্যাঁ! তিনি বললেন: কখনো কি তোমাকে কোনো ভয়াবহ দুর্ঘটনারও সম্মুখীন হতে হয়েছে? সে বলল: জ্বি হ্যাঁ! বললেন: এর বিস্তারিত বলো! এবার সেই নাস্তিক বলতে লাগলো: একদিন সামুদ্রিক সফরে (Sea Journey) খুবই ভয়ঙ্কর ঝড়ো হাওয়া বয়তে লাগলো, যার ফলে নৌকাও ভেঙে গিয়েছিল এবং মাঝিরাও ডুবে মারা গিয়েছিল। আমি নৌকার একটি তক্তা ধরে ভেসে ছিলাম এবং সামুদ্রিক ঝড়ের ঢেউয়ের সাথে ভাসতে লাগলাম, অবশেষে সামুদ্রিক ঢেউয়ের কারণে তক্তাটিও আমার হাত থেকে ছুটে গেল। এবার আমি নিরুপায় হয়ে এত বড় সমুদ্রে সাঁতরাচ্ছিলাম, অবশেষে সমুদ্রের ঢেউ আমাকে তীরে ছুড়ে দিল (এবং আমার প্রাণ বেঁচে গেল)। একথা শুনে ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যখন তুমি সমুদ্রে নামলে, তুমি নৌকা ও মাঝির উপর বিশ্বাসী ছিলে যে, এই নৌকার বদৌলতে সমুদ্র পার হবো। অতঃপর যখন নৌকা ভেঙ্গে গেলো তখন তোমার নৌকার একটি তক্তার উপর ভরসা হয়ে গেলো যে, এর সাহায্যে আমি তীরে পৌঁছে যাবো, অতঃপর যখন সেই তক্তাটিও হাত থেকে ছুটে গেল এবং তুমি একেবারে নিরুপায় (Helpless) হয়ে গেলে, তখনও কি তোমার বেঁচে থাকার আশা ছিল? সে বলল: জ্বি হ্যাঁ! আমার আশা ছিল। ইমাম জাফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: সেই সময় তো কোনো অবলম্বন ছিল না, সেই সময় কার উপর তোমার বিশ্বাস ছিল? কার ভরসায় তুমি বাঁচার আশা

করেছিলে? এবার সেই লোকটি নিশ্চুপ হয়ে গেল। ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: সেই ভয়াবহ অবস্থায়ও তোমার অজান্তেই যে মহান সত্তার উপর আশা ছিল, যেই সত্তার উপর ভরসা জেগে ছিল, তাঁকেই খোদা বলা হয়। তিনিই তোমাকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। তাঁর এই প্রজ্ঞাময় কথা শুনে সেই লোকটি তখনই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। **(তাফসিরে কবীর, পারা: ১, সূরা বাকারা, ২২নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৩৩৩)**

মোটকথা যে, ✯ ঈমান ✯ দ্বীন ✯ একত্ববাদ, এসব বিষয়ই আমাদের ফিতরাতের অংশ। এখন যদি কেউ ✯ দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ✯ দ্বীনের পরিবর্তে নিজের অপূর্ণ জ্ঞানের পেছনে চলে ✯ মানুষের মস্তিষ্কের আবিস্কৃত দৃষ্টিভঙ্গি (Invented Ideas) এর কথা বলে ✯ বাবা-মার মুক্তির শ্লোগান দেয় ✯ মুক্ত চিন্তাশীল হয়, তবে সে ব্যক্তি নিজের ফিতরাতকে ভুলে যাচ্ছে। এভাবে বুঝে নিন! যে, একটি হলো শরীরিক বিকৃতি আরেকটি হলো: রূহানী বিকৃতি। যে বান্দা নিজের ফিতরাতকে ভুলে গিয়ে ঈমান ও দ্বীনের বিরোধিতার পথ অবলম্বন করে, তারা আসলে নিজের রূহকে বিকৃত করছে। তাই আমাদের উচিত সবসময় ফিতরাতের উপর অটল থাকা।

ফিতরাতের বিষয়সমূহ

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ১০টি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত: (১) গোঁফ ছোট করা (২) দাঁড়ি লম্বা করা (৩) মিসওয়াক করা (৪) নাকে পানি দেওয়া (যেমনটি ওযুতে করা হয়) (৫) নখ কাটা (৬) আঙুলের জোড়গুলো ধৌত করা (৭) বগলের লোম

উপড়ানো (৮) নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা (৯) পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা। **(মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, পৃষ্ঠা:১১৬, হাদীস: ২৬১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়গুলো আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত এবং আমাদের ফিতরাতের অংশ। এখন এখানে লক্ষ্য করুন! মেরাজ রজনীতে আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাঁর সামনে দুধ এবং পবিত্র শরাবের পাত্র উপস্থাপন করা হলো, তখন তিনি দুধ গ্রহণ করলেন এবং এর রহস্য কী ছিল? রহস্য হলো যে, তাঁর উম্মত যেন ফিতরাতের উপর অটল থাকে। এখন আমরা ভেবে দেখি যে, আমরা কি এই অনুগ্রহের মর্যাদা রাখছি? এই বিষয়গুলো যা ফিতরাতের অংশ, আমরা কি তা গ্রহণ করছি? যেমন; গোঁফ ছোট করা এবং দাঁড়ি লম্বা করা ফিতরাতের অংশ। আজ আমরা দেখি; কতজন মানুষ দাঁড়ি রাখে...!!

হায়! আফসোস! এক বিরাট সংখ্যক মানুষ দাঁড়ি মুবারকের মতো প্রিয় সুন্নাতকে মুণ্ডিয়ে নর্দমায় ভাসিয়ে দেয়। اَلْاَمَان وَالْحَفِيظ মনে রাখবেন! দাঁড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্টি থেকে কম করা গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **(বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫৮৫, অংশ: ১৬)**

দাঁড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘৃণা

হাদীসে রয়েছে: একবার দুইজন ইরানি অফিসার রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর দরবারে উপস্থিত হলো। তারা অমুসলিম ছিল, তাই তাদের দাঁড়ি মুণ্ডানো ছিল এবং গোঁফ এত বড় ছিল যে, তা উপরের ঠোঁট

ঢেকে ফেলেছিল। তাদের এমন চেহারা দেখে প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘৃণায় চেহারা মুবারক সরিয়ে নিলেন এবং ইরশাদ করলেন: তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমাদের এমন চেহারা বানাতে কে বলেছে? তারা বলল: আমাদের প্রতিপালক পারভেজ খসরু। (اَسْتَغْفِرُ الله! اَسْتَغْفِرُ الله!)। এতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কিন্তু আমার প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন দাঁড়ি লম্বা রাখি এবং গোঁফ ছোট করি। **(মাদারিজুন নবুওয়াত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২২৫)**

যাই হোক! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের সফর থেকে আমরা এই শিক্ষা পেলাম যে, আমাদের সর্বদা ফিতরাতের উপর অটল থাকতে হবে। ফিতরাত কী? দ্বীন ইসলাম। অর্থাৎ আমাদের সর্বদা ইসলাম, ইসলামী চরিত্র ও আদব এবং ইসলামী জীবনাচরণের উপর অটল থাকতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) মেরাজের সফর ইলমে দ্বীনের সফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজ শরীফের রহস্যসমূহের মধ্যে ওলামায়ে কেরাম একটি হিকমত এটিও বর্ণনা করেন যে, মেরাজের সফর মূলত মুস্তফার দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিফল। আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল:

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾
(পারা ১৬, সূরা ত-হা , আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আরয করুন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান বেশি দাও।’

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া করতেন: হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। অতএব আল্লাহ পাক তাঁর এই দোয়া কবুল করলেন এবং বিশেষ রহস্যের জ্ঞান দান করার জন্য মেরাজে ডেকে নিলেন। **(কিতাবুল মেরাজ লিল কুশাইরী, পৃষ্ঠা: ১১৩)**

প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছয় দিকের উর্ধ্বে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি খুবই ঈমান উদ্দীপক পয়েন্ট (Faith Inspiring Point) রয়েছে; মেরাজের সফরের আলোকে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ ইলমের প্রশস্ততা অনুধাবন করুন! হযরত কাবুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: সিদরাতুল মুনতাহা হলো ওই জায়গা, যেখানে সমস্ত ফেরেশতা, নবী এবং রাসূলের ইলমের পরিসমাপ্তি ঘটে। এর আগে কী রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানেন না।

(তাফসীরে দূররে মানসুর, পারা: ২৭, সূরা নজম, ১৪নং আয়াতের পাদটীকা, ৭/৬৫০)

اَللهُ اَكْبَرُ! বুঝা গেল, সিদরাতুল মুনতাহা হলো ওই স্থান, যেখানে সকল ফেরেশতা, নবী, রাসূলের জ্ঞান (Knowledge) শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান দেখুন! আল্লাহ পাক তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহারও আগে ডেকেছেন এবং সেই সব বিষয়ের ইলম দান করেছেন, যেখানে কারো প্রবেশাধিকার (Access) ছিল না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কী জ্ঞান দিয়েছেন? কতটুকু দিয়েছেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের সফর ছিল জ্ঞানের সফর। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে একান্ত সান্নিধ্যে ডেকে

কী কী জ্ঞান দান করেছেন এবং কিরূপ গোপন রহস্য (Secrets) জানিয়েছেন, তা কেউ জানে না। আমাদের শুধু এতটুকু জানানো হয়েছে যে:

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ﴿۱۰﴾

(পারা ২৭, সূরা নজম, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক মেরাজ রজনীতে তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কতটুকু ইলম দিয়েছেন? এ সম্পর্কে তো জানা নেই, তবে কিছু কিছু বর্ণনা থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। যেমনটি একটি বর্ণনায় রয়েছে: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আমি মেরাজের রাতে অদৃশ্য পর্দার অন্তরালে পৌঁছলাম, তখন আমার মুখে একটি ফোঁটা ফেলা হলো, যা বরফের চেয়েও বেশি শীতল এবং কস্তুরীর চেয়েও বেশি সুগন্ধিময় ছিল। ওই ফোঁটায় পূর্ববতী ও পরবর্তী (অর্থাৎ পূর্বাপর) সকল ইলম বিদ্যমান ছিল, যা আমার অন্তরে ঢেলে দেওয়া হলো। **(নাদেরুল মেরাজ, পৃষ্ঠা: ২৭৭)**

এই মর্মের একটি হাদীসে পাক তিরমিযী শরীফেও রয়েছে, যাতে প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে, তা সবই আমি জেনে নিয়েছি।

(তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীরে কুরআন, পৃষ্ঠা: ৭৪৭, হাদীস: ৩২৩৪)

দ্বীনি ইলমের জন্য সফর করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম যে, মেরাজ সফর ছিল ইলমের সফর। এতে আমাদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। আমাদেরও উচিত

দ্বীনি ইলম শেখার জন্য সফর করা। এর অনেক বরকত রয়েছে। হযরত কাসীর বিন কাইস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি দামেস্কের মসজিদে সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে আরয করল: হে আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন, আমি সেই হাদীসটি শেখার জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এসেছি।

(اَللهُ اَكْبَرُ! ইলম শেখার আগ্রহ দেখুন! মদীনা থেকে দামেস্ক পর্যন্ত এক হাজার কিলোমিটারের বেশি দুরত্ব এবং সেই যুগে কোনো গাড়ি বা বিমান ছিল না। পায়ে হেঁটে বা পশুর পিঠে চড়ে সফর করতে হতো। এই ব্যক্তি এত দূর থেকে সফর করে এসেছেন আর কেন এসেছিলেন শুনুন!) হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তুমি কি বাণিজ্যের জন্য আসোনি? আরয করল: না। বললেন: বাণিজ্য ছাড়া দামেস্কে তোমার অন্য কোনো কাজ রয়েছে, যার জন্য তুমি এসেছ? আরয করল: না (আমি শুধুমাত্র রাসূলের হাদীস শেখার জন্য এত দূর থেকে উপস্থিত হয়েছি, এটা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই)। এতে হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইলমে দ্বীন অর্জনের ফযিলত বর্ণনা করে বললেন: আমি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: ✯ যে ব্যক্তি ইলম (দ্বীন) শেখার পথে চলে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন ✯ নিশ্চয় ফেরেশতারা ইলম (দ্বীন) অন্বেষণকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয় ✯ নিশ্চয় জমিন ও আসমানের সমস্ত সৃষ্টি, এমনকি পানিতে মাছেরাও ইলম (দ্বীন) অন্বেষণকারীদের জন্য

মাগফিরাতের দোয়া করে থাকে ✯ নিশ্চয় ইলমের ফযিলত ইবাদতকারীর উপর এমন যে, যেমন পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ফযিলত নক্ষত্র রাজির উপর ✯ নিশ্চয় আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিশ, নিশ্চয় আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام উত্তরাধিকার হিসেবে দিরহাম ও দিনার (অর্থাৎ ধন-সম্পদ) রেখে যান না, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তো উত্তরাধিকার হিসেবে শুধুমাত্র ইলম রেখে যান, সুতরাং যে ইলম অর্জন করল, সে এক বিরাট অংশ লাভ করে নিল। **(তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, পৃষ্ঠা: ৬৩১, হাদীস: ২৬৮২)**

سُبْحٰنَ الله! ইলমে দ্বীন অর্জনকারীরও কিরূপ অনন্য মর্যাদা। আল্লাহ পাক আমাদেরও দ্বীনি ইলম শেখার, দ্বীনি কিতাব পড়ার এবং ইলমের জন্য সফর করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাফেলায় সফর করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী দ্বীনি ইলমের ফয়যান প্রসার করার একটি দ্বীনি সংগঠন।। দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে কাফেলায় সফর করা ইলমে দ্বীন শেখার এবং এর বরকত অর্জন করার সর্বোত্তম মাধ্যম (Best Source)। ✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه সারা বিশ্বে দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ আশিকানে রাসূল কাফেলা আকারে দেশ-দেশান্তরে, শহর থেকে গ্রামে যান এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করেন ✯ কাফেলার বরকতে অনেক অমুসলিম কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে ✯ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে নেকির বসন্ত এসেছে ✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه ৩ দিন, ১২ দিন, ১ মাস এবং ১২ মাসের কাফেলা সফর করে থাকে। আপনারাও কাফেলায় সফর করুন! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত অর্জিত

হবে ✯ কাফেলায় ফরয ইলম শেখানো হয় ✯ সুন্নাত শেখানো হয় ✯ তাহাজ্জুদ পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয় ✯ নেকীর দাওয়াত প্রসার করার সৌভাগ্য অর্জিত হয় ✯ কাফেলার বরকতে দোয়া কবুল হওয়া ✯ বিপদ দূর হওয়া ✯ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ারও শত শত ঘটনা রয়েছে ✯ এমনও হয়েছে যে, কাফেলায় সফরকারী আশিকানে রাসূলের উৎসাহের জন্য প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া করেছেন, স্বপ্নে তাশরিফ এনেছেন এবং কাফেলায় অংশগ্রহণকারীকে দিদারের সুধা পান করিয়েছেন। আমরাও যেন কাফেলায় সফর করি, কে জানে হয়তো আমাদের উপরও দয়া হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) মেরাজের সফর এবং বন্দেগীর শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের সফরের হিকমত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম এটাও বলেন যে, এই সফর বন্দেগীর সফর ছিল। যেমনটি হযরত আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ তাঁর কাছ থেকে ইবাদতের পদ্ধতি শেখে এবং মেরাজের রাতে আসমানে ডেকেছেন যাতে মানুষ তাঁর কাছ থেকে বন্দেগীর আদব শিখে নেয়।

(কিতাবুল মেরাজ লিল কুশাইরী, পৃষ্ঠা: ৬৯)

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, আমরা তাঁর বান্দা। এই বান্দা হওয়ারও কিছু আদব রয়েছে। বর্তমানে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার (Ethics) নিয়ে অনেক কথা হয় ✯ বাবা-মা শিষ্টাচার ✯ সন্তানের শিষ্টাচার ✯ ডাক্তারের শিষ্টাচার ✯ রোগীর শিষ্টাচার ✯ দোকানদারের শিষ্টাচার

☆ গ্রাহকের শিষ্টাচার ☆ পানাহারের শিষ্টাচার ☆ চলার শিষ্টাচার ☆ ঘুমানোর শিষ্টাচার, সকল কিছুই, সকল পদ, সকল পদবীর আলাদা আলাদা শিষ্টাচার রয়েছে। মোটকথা হলো যে, আমরা যা-ই হই, যেই পদেই হই আমাদের সমাজে যেই স্ট্যাটাস (Status) রয়েছে, এসবকিছুর আগে আমরা আল্লাহর বান্দা, কাজেই এই বন্দেগিরও তো শিষ্টাচার রয়েছে। এই শিষ্টাচারও তো শিখতে হবে। যেমনটি আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজ করিয়েছেন, এই পুরো সফরে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাঝে বন্দেগীর প্রাধান্য ছিলো এবং এতে হিকমত হলো যে, আমরা মেরাজের সফরের অবস্থাদি পড়বো, এই বর্ণনা শুনবো এবং তা থেকে বন্দেগীর আদব শিখে নিবো।

প্রিয় নবীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

এ কারণেই কুরআনে করীমে যেখানেই মেরাজের আলোচনা এসেছে, সেখানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বান্দা হওয়ার গুণের কথা আলোচনা হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ
(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন।

সূরা নজমেও মেরাজের আলোচনা হয়েছে, সেখানেও ইরশাদ হয়েছে:

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ
(পারা ২৭, সূরা নজম, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি।

বর্ণনায় রয়েছে: মেরাজ রজনীতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: بِمَ اُشَرِّفُکَ অর্থাৎ হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আজ আপনাকে কোন সম্মানে ভূষিত করব? আরয করলেন: হে দয়ালু প্রতিপালক! আমাকে আপনার প্রতি বন্দেগীর সম্পর্ক দান করুন। তখন আল্লাহ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। **(তাফসীরে কবীর, পারা:১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৭/২৯২)**

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ
(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন।

اَللّٰہ! اَللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর বান্দা তো সবাই, আমিও আল্লাহর বান্দা, আপনিও আল্লাহর বান্দা কিন্তু আমাদের আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ শান হলো যে, আল্লাহ পাক তাঁকে عَبْدِهٖ অর্থাৎ আপন বিশেষ বান্দা বলেছেন। কুরআনে পাকে অন্য কাউকে এই সম্বোধন করা হয়নি।

মুস্তফার শানে আবদিয়্যাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি (অর্থাৎ عبدہٗ হওয়া) অতিশয় উচ্চ মর্যাদা। ওলামায়ে কিরাম বলেন: যদি মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো মর্যাদা হতো, তবে সেই বিশেষ নৈকট্যে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেই মর্যাদা দেওয়া হতো। **(কিতাবুল মেরাজ লিল কুশাইরী, পৃষ্ঠা: ১০০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখান থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করি যে, আমাদের আল্লাহর বান্দা হতে হবে। মানুষের প্রথম ও শেষ পরিচয় এটাই।

অতএব এই দুনিয়ায় এসে আমরা আর কিছু হতে পারি বা না পারি, তবে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বান্দা তো হয়ে যাওয়া উচিৎ। আমাদের সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বান্দার হওয়ার জন্য কী করতে হবে? এমনিতে তো এটা একটি পরিপূর্ণ আলাদা বিষয়বস্তু, ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে পরিপূর্ণ কিতাব লিখেছেন। তবে এখানে কয়েকটি বিষয় আরয করছি, আমরা যদি এই বিষয়গুলো অবলম্বন করি তবে اِنْ شَآءَ الله সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বান্দা হওয়াতে সফল হয়ে যাবো।

বন্দেগীর কয়েকটি আদব

(১) প্রথমতঃ সত্যিকার অর্থে আল্লাহ পাকের বান্দা সেই হতে পারে, যে অধিকহারে আল্লাহ পাকের ইবাদত করে। সুতরাং অধিকহারে ইবাদতের অভ্যাস করুন। ✯ আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করবো ✯ নফলও পড়বো ✯ তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবীনের নফলও আদায় করবো ✯ তিলাওয়াতও করবো ✯ দরূদে পাকও পড়বো ✯ অধিকহারে আল্লাহর যিকিরও করবো ✯ নফল রোযাও রাখবো। মোটকথা অধিকহারে সকল ইবাদত করবো। (২) অতঃপর এর পাশাপাশি এটাও জরুরী যে, নিজের ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি রাখবো না, নিজেকে ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য করবো না। ওলামারা বলেন: সত্যিকার অর্থে বান্দা সেই, যে সবসময় ইবাদতে মগ্ন থাকে কিন্তু নিজের ইবাদতকে যবের দানার সমানও মনে করে না। **(তুহফাতুল মেরাজ, পৃষ্ঠা: ২০৪)** ব্যস সবসময় নিজেকে গুনাহগার, খুবই দুর্বল মনে করতে থাকুন।

ক্ষমার একটি কারণ

আরবের এক কবি ছিল 'ফারাযদাক'। একবার সে ইমাম হাসান বসরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে উপস্থিত ছিল। বলতে লাগল: এখন সবচেয়ে খারাপ (Worst) লোক এবং সবচেয়ে ভালো লোক এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করল: সবচেয়ে ভালো কে? সে বলল: ইমাম হাসান বসরী। জিজ্ঞেস করা হলো: সবচেয়ে খারাপ কে? ফারাযদাক বলল: সবচেয়ে খারাপ আমি। যখন তার মৃত্যু হলো, তখন কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল: কী অবস্থা হলো? সে বলল: আল্লাহ পাকের দরবারে আমার আমলনামা উপস্থাপন করা হলো, আমল খোলা হলো, এতে গুনাহ গণনা করা হলো, এবার আমি ভাবছিলাম যে, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। (কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি আমি উৎসর্গিত) আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: যাও! আমি তোমাকে তখনই ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, যখন তুমি নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করেছিলে। **(তোহফাতুল মেরাজ, পৃষ্ঠা: ১৪৭)**

سُبْحٰنَ الله! মোটকথা আমাদের এই দু'টি কাজ করতে হবে: (১) ইবাদত অধিকহারে করতে হবে (২) এবং নিজের ইবাদতকে কিছু ভাবা যাবে না। ব্যস আল্লাহ পাকের রহমতের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৩) কেবল প্রতিপালকের হয়ে যাও!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রকৃত বান্দা অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে عَبْدُ الله হওয়ার জন্য তৃতীয় বিষয় এটা জরুরী যে, বান্দা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল প্রতিপালকের হয়ে যাবে। মেরাজ শরীফের রেওয়ায়েতে রয়েছে: যখন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! اَنَا وَ اَنْتَ এক হলাম আমি আর এক হলেন আপনি। وَمَا سِوَاکَ خَلَقْتُ لِاَجْلِکَ আপনি ব্যতীত জগতে যা কিছু রয়েছে, তা সবই আপনার জন্যই সৃষ্টি করেছি।

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, দফতর দোম, হিসসা আউয়াল, মাকতুব ৭, ২/৮৫৫)

سُبْحٰنَ الله! কিরূপ শান আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর...! আল্লাহ পাকের তাঁর প্রতি ভালবাসা দেখুন! আল্লাহ পাক ব্যতীত যা কিছু রয়েছে, জমিন, আসমান, চাঁদ, নক্ষত্র, সূর্য, এই গ্যালাক্সী (Galaxies), এই সুন্দর পরিবেশ, মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা সবকিছুই আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য সৃষ্টি করেছেন।

এটিই হলো তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত ভালবাসা। এবার আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি আরয করেছেন? শুনুন! اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وَ مَا اَنَا হে আল্লাহ পাক! এক তুমিই তুমি, আমি নই। وَمَا سِوٰی ذٰلِکَ تَرَکْتُ لِاَجْلِکَ আর তা ছাড়া যা কিছু রয়েছে আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য সব ছেড়ে দিলাম।

(মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানি, দফতর দোম, হিসসা আউয়াল, মাকতুব ৭, ২/৮৫৫)

سُبْحٰنَ الله! এটিই হলো আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে আবদিয়্যাত এবং বন্দেগীর পরিপূর্ণতা...!! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবকিছু তাঁর প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। অপরদিকে আমরা ✯ আমরা সামান্য কিছু পয়সার মায়া ত্যাগ করতে পারি না, নামাযের সময় দশ মিনিটের জন্য দোকান বন্ধ করতে পারি না

✯ চাকরীকে বাহানা বানিয়ে নামায কাযা করে দিই ✯ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ঘুম উৎসর্গ করতে পারি না ✯ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সময় দিতে পারি না, নেক কাজের জন্য সময় বের করতে পারি না ✯ আল্লাহ পাক সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন, অথচ কত মানুষ আছে যারা লোভের বশবর্তী হয়ে সুদী লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে ✯ গুনাহ ত্যাগ করি না ✯ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতাকে ভয় করে মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ব্যবহার ছাড়তে পারি না ✯ আমাদের স্বপ্ন অনেক বড় বড়, শুধু সেগুলোর পেছনেই আমরা ছুটে চলছি, গাড়িও নিতে হবে, আলিশান বাড়িও বানাতে হবে, ব্যাংক ব্যালেন্সও বাড়াতে হবে, বড় পদও লাভ করতে হবে; কিন্তু নেক কাজের জন্য হাতে সময় নেই।

হায়! আমরা যেন সত্যিকার অর্থে আল্লাহ পাকের বান্দা হয়ে যাই। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমূলক কাজ করা যেন আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়। হায়! যদি বন্দেগীর স্বাদ নসীব হয়ে যায়।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরাজের সফরের চমৎকার উপহার

মেরাজের সফরের অত্যন্ত চমৎকার উপহার হলো: নামায। বন্দেগীর হক আদায়ের জন্য অন্তত আমরা যেন নিয়মিত নামায আদায় করি। হায়! আজ যদি আমরা এই নিয়ত নিয়ে এখান থেকে উঠি যে, সত্যিকার অর্থে আল্লাহ পাকের বান্দা হওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের প্রতিটি হুকুম পালন করব এবং বিশেষ করে নামায তো কখনও ছাড়বই না। বর্ণনায় রয়েছে: মেরাজের দুলহা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে তাশরীফ নিয়ে

গিয়েছিলেন, যাদের মাথা পাথর দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হচ্ছিল। যখনই মাথা থেঁতলে দেওয়া হতো, তখনই তা পুনরায় আগের মতো হয়ে যেত এবং এই ধারা অবিরত চলছিল। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি আরয করলেন: এরা সেই লোক, যাদের মাথা নামায পড়ার সময় ভারী হয়ে যেত (অর্থাৎ তারা ফরয নামায ছেড়ে দিত)। **(মুসনাদে বাযযার, ১৭/৫, হাদীস: ৯৫১৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি মাথায় সামান্য চোট লেগে যায় তবে মানুষ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে, কাজেই مَعَاذَ الله নামায কাযা করার কারণে যদি এই নাজুক মাথাকে ফেরেশতারা পাথর দিয়ে থেঁতলে দেয়া শুরু করে, তবে কী অবস্থা হবে! হায়! হায়! হায়! যেন সব মুসলমান খাঁটি নামাযি হয়ে যায়।

মাথা থেঁতলে দেওয়ার শাস্তি

ফজরের নামাযে যারা ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তি, নামাযের সময় ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দেয়ার যে ভয়াবহ শাস্তির অবস্থা, শুনুন এবং তাওবা করুন। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ইরশাদ করলেন: আজ রাতে দুইজন ব্যক্তি (অর্থাৎ জিবরাঈল ও মিকাঈল عَلَيْهِمَا السَّلَام) আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে পবিত্র ভূমিতে (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে) নিয়ে গেলেন। **(বুখারী, কিতাবুল জানাইয, পৃষ্ঠা: ৩৮৬, হাদীস: ১৩৮৬)** আমি দেখলাম যে, একজন ব্যক্তি শুয়ে আছে এবং তার শিয়রে (অর্থাৎ মাথার কাছে) একজন ব্যক্তি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং বারবার পাথর দিয়ে তার মাথা থেঁতলে দিচ্ছে। প্রতিবার মাথা থেঁতলে দেওয়ার পর তা আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আমি সেই ফেরেশতাদের বললাম: سُبْحٰنَ الله!

এরা কারা? তারা আরয করল: সামনের দিকে চলুন! (আরও কিছু দৃশ্য দেখানোর পর) ফেরেশতারা আরয করল: প্রথম ব্যক্তি যাকে আপনি দেখেছেন (অর্থাৎ যার মাথা থেঁতলে দেওয়া হচ্ছিল), সে কুরআনে করীম পড়লো অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছিল এবং ফরয নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকত। **(বুখারী, কিতাবুত তাবীর, পৃষ্ঠা: ১৭১৪-১৭১৫, হাদীস: ৭০৪৭)**

'কাযা নামাযের পদ্ধতি' পুস্তিকার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ না করুক যদি কারো নামায কাযা হয়ে যায়, তবে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো পড়ার চেষ্টা করুন। কাযা নামায আদায়ের পদ্ধতি কী? কাযা নামাযের শরয়ী আহকাম ও মাসায়েল কী? এ প্রসঙ্গে আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একটি অত্যন্ত দরকারী পুস্তিকা রয়েছে: কাযা নামাযের পদ্ধতি। এই পুস্তিকায় কাযা নামাযের পদ্ধতির পাশাপাশি কাযা নামায কোন সময়ে পড়বে? ওমরী কাযা কাকে বলে? এবং কাযা নামায সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে। আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই পুস্তিকাটি সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন! আল্লাহ পাক আমাদেরকে দ্বীনের ইলম শেখার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অনুদানের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী বিশ্বব্যাপী নেকীর দাওয়াত প্রচারকারী একটি দ্বীনি সংগঠন। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে ✯ দাওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগে (Departments) দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে ✯ দাওয়াতে ইসলামী এ পর্যন্ত হাজার হাজার

মসজিদ, শত শত ফয়যানে মদীনা (মাদানী মারকায) নির্মাণ করেছে ✯ ছেলে ও মেয়েদের (Boys & Girls) পৃথক পৃথক কুরআন শিক্ষার জন্য বিশ্বজুড়ে প্রায় ১২,৬৯৯টি মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে প্রায় ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৭২৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে হিফয ও নাজেরার বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। (বিঃদ্রঃ- এই রিপোর্টে মাদরাসাতুল মদীনা শর্ট টাইম বয়েজ, গালর্সও অন্তর্ভূক্ত।) ✯ ইলমে দ্বীনের প্রসারের (আলিম ও আলিমা কোর্স করানোর) জন্য আলাদা আলাদা জামিয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০টি জামিয়াতুল মদীনা (Boys & Girls) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ১ লাখ ২৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে দরসে নিজামী (আলিম ও আলিমা কোর্স) বিনামূল্যে করনো হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩১,২১১ জন আলিম ও আলিমা কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ✯ শরয়ী নির্দেশনার জন্য ১৭টি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মুফতিয়ানে কেরাম উম্মতের শরয়ী নির্দেশনা প্রদানে ব্যস্ত রয়েছেন। এখানে বার্ষিক গড়ে ১ লাখ ৭০ হাজার প্রশ্নের বিভিন্নভাবে (যেমন; সরাসরি, ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেইল ইত্যাদির মাধ্যমে) উত্তর দেওয়া হয়। ✯ আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভিন্ন বিষয়ে ৯৩২টি দ্বীনি কিতাব প্রকাশ করেছে এবং এই কাজ এখনও চলমান রয়েছে ✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেল বর্তমানে ৩টি ভাষায় (উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা) স্যাটেলাইটে রয়েছে। ওয়েব চ্যানেল আরবি ভাষায় রয়েছে। বিভিন্ন দেশের স্থানীয় ভাষায় ছোট ছোট ক্লিপ ডাবিং (Dubbing) করে চালানো হয়। শিশুদের জন্য কিডস মাদানী চ্যানেল (Kids Madani Channel) এর মাধ্যমে দ্বীনি প্রশিক্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আপনারাও দ্বীনের খেদমতের এই কাজে অংশ নিন! আপনাদের অনুদান দাওয়াতে ইসলামীকে প্রদান করুন। আপনার দানকৃত অর্থ যেকোনো অনুমোদিত, দ্বীনি, সংশোধনমূলক, মানবকল্যাণ, আধ্যাত্মিক, পরোপকারী, দাতব্য, আয় বৃদ্ধিকারী বৈধ ও নিরাপদ কাজে ব্যবহার করা হবে। যাতে ক্রমবর্ধমান সার্বিক ব্যয় মেটানো যায়। আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِیْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তোমাদের কী হলো যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করছো না? অথচ আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে সবকিছুর ‘ওয়ারিস’ (মালিক) আল্লাহই।

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: তোমরা কী কারণে আল্লাহ পাকের পথে খরচ করছো না, অথচ আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিক আল্লাহ পাকই, তিনিই সর্বদা থাকবেন, অথচ তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং তোমাদের মাল তাঁরই মালিকানায় রয়ে যাবে। আর ব্যয় না করার ফলে তোমরা সাওয়াব থেকেও বঞ্চিত হবে। তোমাদের জন্য উত্তম হলো যে, তোমরা তোমাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করো যাতে তার বিনিময়ে সাওয়াব পেতে পারো।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা:২৭, সূরা হাদীদ, ১০নং আয়াতের পাদটীকা, ৯/৭২১)

বোঝা গেল; আল্লাহর পথে ব্যয় করার মধ্যে আমাদেরই লাভ। আমরা যদি দ্বীনের আর্থিক খেদমত বন্ধ করে দেই তবে মসজিদগুলো কীভাবে তৈরি হবে? লাখ লাখ হাফেয কীভাবে তৈরি হবে? হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম, ৮০টিরও বেশি বিভাগে কীভাবে কাজ করবে? اَلْحَمْدُ لِلّٰه

দাওয়াতে ইসলামী দ্বীনের খেদমত করছে; এটি মসজিদ বানানোর সংগঠনও, দাওয়াতে ইসলামী মসজিদ ভরার সংগঠনও এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে দাওয়াতে ইসলামী ঈমান বাঁচানোর সংগঠনও। দাওয়াতে ইসলামী আমাদের প্রজন্মকে (Generations) রক্ষা করছে, ঘরে ঘরে নেকীর দাওয়াত পৌঁছে দিয়ে ঘরগুলোকে শান্তির নীড়ে পরিণত করছে। আমরা দাওয়াতে ইসলামীর সাথে থাকলে اِنْ شَآءَ الله এর সুফল আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মই পাবে। তাই হিম্মত করুন! মন খুলে আল্লাহর পথে ব্যয় করুন! দাওয়াতে ইসলামীর পাশে দাঁড়ান! আল্লাহ পাক চাইলে দ্বীন ও দুনিয়ার বরকত নসীব হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে দ্বীনের খেদমত তাওফীক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২৭শে রজবের রোযার উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযা শারীরিক সুস্বাস্থ্যেরও জামিনদার এবং আধ্যাত্মিক সুস্বাস্থ্যেরও। اَلْحَمْدُ لِلّٰه রজব শরীফের মুবারক মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে, নফল রোযার যেন বসন্তকাল চলছে, আমাদের উচিত যে, এই বরকতময় দিনগুলোকে কাজে লাগিয়ে বেশি বেশি রোযা রাখা, নেকী অর্জন করা এবং রোযা রাখার ফযিলতের অধিকারী হওয়া। আসুন! উৎসাহের জন্য ২৭শে রজবের রোযার ফযিলত শুনি: হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে ব্যক্তি ২৭শে রজব রোযা রাখবে, আল্লাহ পাক তার জন্য ৬০ মাসের রোযার সাওয়াব লিখে দেবেন। **(ফাযায়েলু শাহরি রজব লিল খাল্লাল, পৃষ্ঠা: ৭৬, হাদীস: ১৮)** হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রজবে এমন একটি দিন ও রাত

আছে, যে ব্যক্তি সেই দিনে রোযা রাখে এবং রাতে ইবাদত করে, সে যেন ১০০ বছর রোযা রাখল আর সেটি হলো রজব মাসের ২৭ তারিখ।

(শুআবুল ঈমান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৭৪, হাদীস: ৩৮১১)

শাবান মাসের রোযার ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه শাবানুল মুয়াযযম মাসও আসতে চলেছে। এই মাসটিও খুবই বরকত ও মহত্বপূর্ণ। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মাসে প্রচুর পরিমাণে নফল রোযা রাখতেন। এই মহান মাসেও বেশি বেশি নফল রোযা রাখার মানসিকতা তৈরি করুন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শাবান মাসের চেয়ে বেশি অন্য কোনো মাসে রোযা রাখতে দেখিনি। তিনি কয়েক দিন ছাড়া প্রায় পুরো মাসই রোযা রাখতেন । **(তিরমিযী, কিতাবুস সওম, পৃষ্ঠা: ২০৬, হাদীস: ৭৩৬)** একদা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো: রমযানের পর কোন রোযা সবচেয়ে উত্তম? ইরশাদ করলেন: রমযানের সম্মানে শাবানের রোযা রাখা। **(তিরমিযী, কিতাবুস সওম, পৃষ্ঠা: ১৮৯, হাদীস: ৬৬৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে শাবান মাসেও রোযার বসন্ত দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে সাহরী ইজতিমারও আয়োজন করা হয়। مَاشَآءَالله অনেক আশিকানে রাসূল এই মাসে অধিকহারে রোযা রাখেন এবং রোযা রাখতে রাখতে রমযানুল মুবারকের সাথে মিলিয়ে দেন। আপনারাও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله মেরাজের ফয়যানের পাশাপাশি শাবান ও রমযানের বরকতও নসীব হবে। আল্লাহ পাক যেন আমল করার তাওফীক দান করুক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد